দ্বিতীয় প্রবাস - ৪

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

আজ সতেরো দিন ধরে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রটি আমেরিকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদদে হিজবুল্লাহ নিধনের নামে লেবাননে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ বিশ্ব মানবতার সপক্ষ শক্তি ও চ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহ ও চুপ। বুশ সাহেবের বশংবদ তাবেদার ব্লেয়ার সাহেবের কাছে আমেরিকা বা ইসরায়েল বিরোধী কোন বক্তব্য পাগলেও আশা করেনা; কিন্তু ফ্রান্স, জার্মানী, বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর মুখেও কোন রা নেই। এমনকি মুসলিম প্রধান দেশগুলি ও চুপচাপ। অবশ্য তারা করবেই বা কি এবং কেন। সৌদি আরব, জর্ডান, এবং মরক্কোর রাজতন্ত্র, কিংবা কুয়েত, কাতার, বাহরাইন বা ইউনাইটেড আরব আমিরাতের স্বৈরতন্ত্রী শেখ পরিবারগুলোর ক্ষমতায় থাকাই তো নির্ভর করছে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা এবং বৃটেনের দয়া, দাক্ষিন্য, সাহায্য আর অনুকম্পার উপর। তা না হলে যেখানে আফগানিস্তানে এবং ইরাকে গণতন্ত্র কায়েমের নামে আমেরিকান দখলদার বাহিনী দেশ দুটোকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, সেখানে এই স্বৈরতন্ত্রী দেশগুলোর ব্যাপারে আমেরিকা বা তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলো এত নির্লিপ্ত কেন? একই ভাবে ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট হুসনী মুবারক বা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফের সরকারও নিজেদের ক্ষমতা আকড়ে রাখার খাতিরে সরকারী ভাবে সামান্য প্রতিবাদ ও করছেনা। এরা অবশ্যই জানে যে আমেরিকা ও তার দোসররা মধ্যপ্রাচ্যে একটা বৃহত্তর এবং প্রচন্ড শক্তিধর ইসরায়েল রাষ্ট্র তৈরী করার মাধ্যমে বিশ্বের প্রধান জ্বালানী তেলের উৎসগুলি কব্জা করতে চাইছে। এরা এও জানে যে এই তেল আর ইসরায়েলের কারণেই গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত হয়েও প্যালেস্টাইনের হামাস সরকার গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী পশ্চিমী দেশগুলোর আক্রোশের শিকার। তাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ বা স্যাংশন আরোপ করা হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনাচিকিৎসায় মানুষ মরছে। তবু কেবলমাত্র ব্যক্তি এবং পারিবারিক স্বার্থে মুসলিম নামধারী এই সব তাবেদার নেতারা প্রতি নিয়ত স্বজাতির খুনের হোলিখেলা দেখছে। অথচ এই সব ভ্রষ্ট, ক্ষমতালিপসু, পরজীবি, মানবতাবিরোধী তথাকথিত নেতারাই আবার ইসলামী উম্মার ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, এবং সাম্যের কথা বলেন। এরা মুসলিম নয়, হতে পারে না; এরা 'বুসলিম' অর্থাৎ বুশের তাবেদার, নামধারী মুসলিম।

অন্যদিকে এদের বিপরীতে রয়েছেন আরেকদল তথাকথিত উগ্রপন্থী মুসলিম নেতা যারা নিজেদের ঘর ঠিক না করে বিশ্বের পরাশক্তি আমেরিকা ও তার দোসরদের ধ্বংস করার কথা ভাবছেন। এরা পুরোনো তলোয়ার দিয়ে আণবিক শক্তিকে প্রতিহত করার কথা ভাবছে। আত্মহত্যার মত পাপকে তারা পূণ্য হিসেবে দাঁড় করিয়ে মুসলিম যুবশক্তিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে

দিচ্ছেন। এরা মুসলিম যুবশক্তিকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অগ্রগতির কথা বলেন না; এরা এমন মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার চায় যা যুগোপযোগী নয় এবং সময়ের দাবী মেটাতে অক্ষম। পৃথিবী যখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, এরা তখন, নজরুলের ভাষায় 'বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজিছে ফেকাহ ও হাদিস চষে'! নারীদেরকে এরা মানুষ মনে করেনা। এরা উদ্ধত, দূর্বিনীত, অন্যধর্ম বা পরমতের প্রতি অসহিষু-। জিহাদের নামে, কিংবা সুন্নী, শিয়া, তালেবান, জামায়াতে ইসলাম, জে এম বি, লস্করে তইয়েবা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিচয়ে এদের একদল আরেকদলকে মারতে একটু ও দ্বিধা করছে না। এরা সন্ত্রাস ও নাশকতা মূলক কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে চায়। এই উগ্রপন্থী অসহিষু- নেতাদের কল্যাণে শান্তির ধর্ম ইসলাম আজ সারা বিশ্বে ঘৃনিত। হায়রে ইসলাম আর হায়রে মুসলমমান।

প্রায় ষাট বছর আগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল লিখেছিলেন 'তৌফিক দাও খোদা ইসলামে, মুসলিম জাঁহা পূনঃ হোক আবাদ'। মানবতার জয়গান গাওয়া কবি, সাম্যের কবি, ভালোবাসার কবি, সত্য ও সুন্দরের কবি নিশ্চয়ই এই সব স্বৈরতন্ত্রী কিংবা উগ্রপন্থী নেতাদের হাত ধরে নতজানু আপোষকামী ইসলাম কিংবা জঙ্গীবাদী ইসলামের কথা বলেন নি। তিনি নিশ্চয়ই সেই ইসলামের কথা বলেছেন যে ইসলাম বলে 'সকলের তরে মোরা সবাই'। কোন উর্দু কবি যেন লিখেছিলেন 'ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হর কারবালাকে বাদ' - কবে যে সে কারবালা আসবে আর পৃথিবীর মানুষ সত্যিকারের ইসলামের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হবে!

খবর দেখতে দেখতে কখন যে এই সব সাত-পাঁচ ভাবনায় ডুবে গিয়েছিলাম বলতে পারবোনা। আসলে বয়স হওয়ার এ এক সমস্যা; রাজ্যের সব আজব ভাবনা মাথায় জেঁকে বসে। মেয়ের ডাকে সংবিত ফিরে এলো, সে জানতে চাচ্ছে আর এক কাপ চা কিংবা কফি চলবে কিনা। একটু অবাকই হলাম। সোনিয়ার বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় তেরো বছর। সে আজ ব্যস্ত কর্মজীবি মহিলা, ডাউ ক্যামিকেল কোম্পানীর একজিকিয়টিভ। আজ তার নিজের সংসার হয়েছে, সে ছেলে মেয়ের মা হয়েছে। অথচ কি আশ্চর্য, আজো সে মনে রেখেছে তার বাবা খুব ঘন ঘন চা-কফি পান করেন ! আমার কেন যেন মনে হয় আবহমান ধরে বাংগালী মেয়েরা- বিশেষ করে যারা শ্বাশত বা-ালী পরিবেশে মানুষ হয়েছে- তারা বাবা-মায়ের অনেক বেশী কাছের মানুষ হয়। বিয়ে হয়ে যেখানে যতদূরেই যাক না কেন, তাদের সব ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা মনে রাখে।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাসার ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু বেশীক্ষন দাঁড়ানো গেলোনা; এয়ার কন্ডিশনড ঘরের ভেতর থেকে বোঝাই যাচ্ছিলো না যে বাইরে তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অতএব ভেতরে চলে এসে কাঁচের দরজার ভেতর থেকে বাইরে তাকালাম। প্রায় এক একর জমির একটি আয়তাকার জমির পশ্চিম-দক্ষিন কোনে অবস্থিত সোনিয়া-নোমানের বাড়ীটা মোটামুটি বেশ বড়। নরম ঘাসের কার্পেটে আচ্ছাদিত বিশাল লনের এই বাড়ীর সামনের দিকে প্রশস্ত রাস্তা আর তিনদিকে বেশ উঁচু মেপল, ওক, আসপেন এবং বার্চ গাছের বন। রাতে তো বটেই, অনেক সময় দিনের

বেলায়ও হরিণ এসে বাড়ীর সবজী আর ফুল বাগানে আক্রমন চালায়। এ ছাড়াও রয়েছে খরগোস, বন-মোরগ, টার্কি আর অগুনতি কাঠবেড়ালী। আশেপাশের বাড়ীগুলিও বেশ বিশাল এবং একটা বাড়ী থেকে আরেকটা বাড়ী বেশ দুর। আগেই বলেছি মিডল্যান্ড একটি ছোট শহর। এর লোক সংখ্যা মাত্র ৪২ হাজার। শহরের মোট অধিবাসীদের প্রায় ১৭ হাজারই ডাউ ক্যামিকেল, কিংবা ডাউ কর্নিং কোম্পানীতে কাজ করে। বাকী বাসিন্দারা হয় তাদের পরিবার পরিজন অথবা শহরের বিভিন্ন দোকান পাট, বিভিন্ন স্কুল এবং নর্থউড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা কর্মচারীবর্গ। সাম্প্রতিক কালে শহরটির জনসংখ্য এবং সেই সাথে এর আয়তন একটু একটু করে বাড়ছে। শহরের এক প্রান্তসীমায় নতুন গড়ে উঠা এই এলাকাটা বেশ নির্জন; সামনের রাস্তা দিয়ে সারাদিনে দশটা গাড়ী যায় কি না সন্দেহ। প্রতিটি বাড়ীতেই একাধিক গাড়ী রয়েছে এবং এর কোনটিওই খুব ছোট নয়। এই সব বিশাল গাড়ীগুলোকে দেখে 'গ্যালনে ক'মাইল যায়' প্রশ্ন করতে দ্বিধা হয়; জানতে ইচ্ছে করে 'কত গ্যালনে এক মাইল যায়'।

চা শেষ করার আগেই আমাদের নাতনী মিঢ়েয়া এসে জানতে চাইলো আমরা তাদের সাথে খেলার জন্য রাজী কিনা। কিন্তু তাদের মা এসে বাগড়া দিল; আগে 'কুমন' করো তারপর নানা-নানুর সাথে খেলা। 'কুমন' এক বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষন যার মাধ্যমে বাচ্চারা দ্রুতসময়ে কিন্তু শুদ্ধভাবে গণিত কিংবা অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়া শেখে। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রায় সবগুলোতেই ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ ধরণের ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হয়। এস এ টি (স্যাট), টি ও ই এফ এল (টোয়েফেল), জি আর ই, জি এম এ টি (জিম্যাট) নামের বিভিন্ন ধরণের এইসব পরীক্ষার কোন পাশ-ফেল নম্বর নাই; এগুলোতে কৃতকার্য হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে দ্রুততার সাথে এবং শুদ্ধভাবে যত বেশী সম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা। আমেরিকা হচ্ছে 'সারভাইবাল অফ দি ফিটেস্ট' দর্শনের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। এই দেশে ভালভাবে বাঁচতে গেলে শৈশব থেকেই আটঘাট বেধে সারভাইবালের কায়দা কানুন শিখতে হয়। অতএব আপাততঃ খেলাধুলা বাদ। বাচ্চারা ওদের 'কুমন' করতে চলে গেল, আর আমি ই-মেইল চেক করার জন্য কম্পিউটারে বসে গেলাম।

যখন যেখানেই থাকিনা কেন, ইন্টারনেটে বাংলাদেশের খবর পড়া আমার বহুদিনের অভ্যাস। আজও তার ব্যত্যয় হলো না। আজকের খবরের বিশষ আকর্ষন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে ডঃ মোহাম্মদ রফির গবেষণা মূলক গ্রন্থ 'ক্যান উই গেট এলং'। জনকণ্ঠে প্রকাশিত বইটির সার সংক্ষেপ পড়ে গা শিউরে উঠে। ২০০১ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর বি এন পি - জামাত জোটের লোমহর্ষক

অত্যাচারের কথা আজ সারা পৃথিবীর লোক জানে। শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে পাকিস্তান পন্থী মানবতা বিরোধী এই অশুভ জোটটি বা-ালী মুসলমানের শ্বাশত সহনশীল পরিচয়কেই আজ মুছে দিয়েছে। ১৯৯১ এ নির্বাচিত বি এন পি সরকারের বিভিন্ন কল্যানমূখী পদক্ষেপ, অন্যধর্মাবলম্বীদের এবং বিরোধী দলের প্রতি মোটামুটি সহনশীল মনোভাবের সাথে ২০০১ এর জোট সরকারের উগ্র, অসহনশীল, রণচন্ডী মুর্তি, তালেবানী ব্যবহারকে মিলাতে যখন হিমসিম খাচ্ছিলাম, তখন একদিন কাকতালীয় ভাবেই হঠাৎ ২০০১ এর 'বি এন পি' এক্রোনিমের একটা নুতন মানে আবিস্কার করলাম; এ 'বি এন পি' হচ্ছে 'বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান' পার্টি। ছোট বেলায় পড়েছি 'এ ম্যান ইজ নৌন বাই দি কম্প্যানী হি কীপস'- একজন মানুষ কেমন তা তার বন্ধুদের দেখলেই জানা যায়। পাকিস্তানের দালাল, মানবতার শত্রু, ইসলামের শত্রু, রাজাকার, আলবদর এবং আলশামস নামক কসাই বাহিনীর দল জামায়াতে ইসলামীর 'জানী দোস্ত' ২০০১ উত্তর 'বি এন পি' যে জামায়াতের ই আরেক সংস্করন হবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে? ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী দুঃশাসনে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল; ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বি এন পি - জোটের অপশাসনে বাংলাদেশের মানুষ নরকবাসের স্বাদ পেয়ে গেছে।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)